আজকের কাগজ

তারিখ 16 APR 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাঃ একদিকে অবহেলা অন্যদিকে নন্দন চর্চা

বাকী নাসরুল্লাহ

বাইরে বিবস্ত্র যুগ, হাহাকার, বাইরে তমসা/বাইরে
বাগানে ওরা বসে আছে গোলাপের নামে
সব অগোলাপের দল।
আবুল হাসান

যারা কৃত্রিম তারা পোষ্য অথচ ভয়ংকর। তাদের দৌড় চেতনাগতভাবে দুর্বল। আমাদের দেশের কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা দেখতে চকচকে অথচ ফলাফল পচনশীল দ্রব্যের মত। এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বিষয়গুলো মোটেও শিশুর উপযোগী নয় এবং শিশুর মননশীলতার ক্ষেত্রে অনাধুনিক। ঐসব তথাকথিত সিলেবাস ধার করা যা পুঁজিবাদের বাসী ফেলে দেয়া খাবার, যা খেয়ে কিছু শিশু মোটা-তাজা হয়- হারিয়ে যায় নিজের অস্তিত্ব থেকে সমজদার হয় রক মিউজিকের। ঐসব সংখ্যালঘু শিশুদের মজগ থেকে উঠিয়ে দেয়া হয় "আমার সোনার বাংলা।" রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের নাম শুনলে এরা হতবাক হয় এবং ভাবে এঁরা কোন গ্রহের। এসব শিশুরা ইংরেজীতে কথা বলতে ভালবাসে এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে বাহবা পায় (অথচ এ বাংলায় কথা বলার জন্যে কত রক্ত দিতে হয়েছে)। তাদের কাছে (অভিভাবকগণ) বাংলা নিম্নদের ভাষা বস্তির শিশুরা বাংলায় কথা বলবে এবং পড়বে। আমার মতে, ঐসব তথাকথিত অভিভাবকগণ মননে-চিন্তনে কৃত্রিম-ভয়ংকর এবং পুঁজিবাদের কাছে পোষ্য।

এখন দেখা যাক কোন শ্রেণীর শিশুরা কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থী হয়। এসব শিশুর অভিভাবকগণ সাধারণত উচ্চ ব্যবসায়ী, সরকারী আমলা, এমপি, বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা। আরেক ধরনের অভিভাবক দেখা যায় যাদের স্বল্প আয় অথচ সৌখিন (শখের তোলা আশি টাকা।)। তারা শিশুদের জাতে উঠাতে চায়। তথাকথিত অভিভাবকগণ সকল ক্ষেত্রে নিজ শিশুদের স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখে কারণ তাদের শিশুরা বেশি সাহেবী ভাব আচারে, ব্যবহারে। অভিভাবকগণ গর্ব করে কারণ তাদের শিশুরা মাগনা দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে না এবং বাংলা কথা বলতে চেষ্টা করে না। অভিভাবকগণ তৃপ্তি লাভ চায় এ জন্যে যে, তাদের ভবিষ্যৎ কর্ণধারেরা ভালভাবে ব্যক্ত করে না।

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।"
বরং মুখস্থ করে (না বুঝে)
জেক এন্ড জিল ওয়েন্ট
আপ দ্যা হিল...
....

ঐসব প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের গল্পে-কবিতায়
...ত চরিত্রের সাথে পরিচয় করানো হয় সে-গুলো
...াদের সমাজের চরিত্রগুলোর সাথে কোন মিল নেই।
...ত শিশুর মন থেকে দেশীয় সমাজের চরিত্র-চিত্রন
... ওয়াস করে মুছে ফেলা হয়। যখন শিশুকে গল্প বা
...তা বলতে বলা হয় সে বাবুল ও কামালের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধ করে এবং জেক ও জিলের নাম উচ্চারণ করে যারা ইউরোপীয়ভাবে গড়া। বাবুল এবং কামালের সাঁকো গল্প বলে না যারা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অবহেলিত এবং ঘৃণিত (অথচ তারাই বাংলাদেশের প্রকৃত ত্রাণকর্তা)। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়-"পৃথিবীতে আজ বড় অবিশ্বাস!"

ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চার-পাঁচ বছরের শিশুকে ইংরেজী ব্যাকরণ না পড়িয়ে মুখস্ত করতে দেয়া হয় "কেট অয়েন্ট টু প্লে এট দ্যা সি সাইড" এভাবে শিশুকে বানানো হয় সুন্দর তোতা কিন্তু অথর্ব। ফলে শিশুর মানসিক শক্তি এবং সেন্স অব ক্রিয়েটিবিটি বিকাশ লাভ করতে পারে না এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে শিশু হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন এবং চিন্তায় বিকলাঙ্গ। বিবেক নামক গুণটা চিরতরে হারিয়ে যায়। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুরা পড়াশুনা করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (মাগনা) এবং তাদের কোন মূল্যায়ন করা হয় না। স্কুলে কেমন পড়াশুনা হচ্ছে বা কোন ধরনের সিলেবাস প্রয়োগ করলে এ সমস্ত মাগনা স্কুলের শিশুদের চেতনা দৃঢ় হবে এবং দেশ-সমাজ সম্পর্কে অবগত হবে- কি ধরনের ব্যবস্থা নিলে শিশু দায়িত্ববান হবে এবং হতাশা বা শ্রেণী বৈষম্যের শিকার হবে না এগুলো ভাবা হয় না, খুটিয়ে দেখা হয় না কারণ এ সমস্ত স্কুলে কোন ব্যবসায়ী-আমলা-বড়কর্তা ব্যক্তিদের শিশুরা পড়াশুনা করে না। সুতরাং এ মাগনা স্কুলের শিশুরা গোল্লায় যাক কিছু জানুক বা না জানুক তাতে মাথা ব্যথা নেই (মাথা থাকলেতো)। তারা জানে যে, তাদের শিশুরা কখনই বাংলাদেশে শ্রম এবং মেধা বিক্রি করবে না। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিশুরা বড় হলে চটপটে হয়, চালচলনে গরিমা ভাব দেখায়- নিজেদের দেশীয় ছেলেমেয়ের তুলনায় উন্নত এবং আধুনিকভাবে। আসলে তারাই চরম অনাধুনিক কারণ তাদের আধুনিকতা বাংলাদেশের কোন কাজে আসে না। তারা পোষ্য এবং মূল

...কে উৎপাটিত। তাদের ধ্যান-ধারণা কেমন
...চীসম্পন্ন যা আত্মহত্যার সামিল। একদিন এক শিশুকে
...স করেছিলাম- "আমার সোনার বাংলা" কার লেখা,
...শুনে শিশুটি বিস্ময়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ
...য়েছিল। তাকে জিগ্যেস করেছিলাম কোন ধরনের গান
...তাল লাগে। উত্তরে শিশুটি জানায়- তুরান-তুরান-
...াইকেল থু-উ-ব প্রিয়। শিশুটি অনেক দূরদেশের
... নাম জানে অথচ খুব কাছের নজরুল-
...থের নাম জানে না আর জানবেই বা কেমন করে
...কে কখনও শিখানোর প্রয়োজনবোধ করা হয়নি।
...ানা কত যে লজ্জার এবং বেদনাময় তা বুঝতে
...অভিভাবগণ (গুরুজন!) এ লজ্জা জাতির পবিত্র
...কি দিয়ে ঢাকাব ভেবে মর্মাহত হই এবং চোখ
...খি অন্ধকার আগামী দিন বে ও ফসল নই
...ন্ধান্ত এবং শূন্য ভিটা শূন্য ম..। এখন দেখা
...শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক
...কে যখন স্কুলে ভর্তি করানো হয় তখন থেকে
...ভবে রাখে উপযুক্ত বয়সে-সময়ে শিশুকে
...া হবে এবং বিদেশের মাটিতে শ্রম ও মেধা
...বে। এ মেধা-শ্রম বিক্রি শিশুর দোষ নয়-
...র, দোষ পরিকল্পনার, দোষ দাসত্ব
...দাষ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। আমাদের
... বিদ্যালয়ের শিশুরা বড় হয় অবহেলিত
...ায় এবং এ ঘৃণায় ও অবহেলায় প্রায়
...ং অল্প বয়সে কাজের ক্ষমতা হারিয়ে
...দের পৃথক পৃথক কাজ গতিহীন হয়ে
...প্রাথমিক পর্যায় শেষ করতে পারে না।
...ালের মত জড়িয়ে রাখে। এদের জন্যে
...নৈতিক নিরাপত্তা? প্রয়োজন নয় কি
...রর ব্যয় বৃদ্ধি করা যার মাধ্যমে
...ব ভবিষ্যৎ ত্রাণকর্তারা। আর যারা
...রা যাযাবরের মত বিদেশে থাকবে

তারিখ 16 APR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এবং দেশের মাটিতে পা রাখবে, হাঁটবে, ঘুরবে, ভান করবে, যেমন চলে ভান করে নতুন বর। তাদের কাছ থেকে জাতি-দেশ কিছুই আশা করতে পারে না। ঐসব বরের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয় শুদ্ধ মাটি। ছোটবেলায় তাদেরকে পরিচয় করানো হয় বিদেশী চরিত্রের সাথে (জেক এবং জিলদের)। এবং ভাবানো হয় এদেশ গোয়াল ঘর-- যেখানে আছে তীব্র ঝাঁঝালো মূত্রের গন্ধ। তারা কিভাবে বুঝবে এ মাটির মানুষের দুঃখবোধ বেদনা-সমস্যা। সুতরাং যে শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের মাটি-জল-মানবকুল উপকৃত না হয় যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি? সে শিক্ষার মাধ্যমে শ্রেণীবৈষম্য দৃঢ় হয় সে শিক্ষা কি খুব দরদার? যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সংখ্যায় বেশি শিশু অবহেলিত হয়- সুযোগ থেকে দূরে থাকে- সে শিক্ষা দূরীকরণ অবান্তর কি? প্রশ্নগুলোর উত্তর সচেতন মানুষের কাছে নিশ্চয়ই না....না। কর্তাব্যক্তিদের ভাবা উচিত- কিভাবে আগামী ভবিষ্যতকে সুন্দরভাবে বাঁচানো যায়। আমাদের দৃষ্টি সেদিকে দিতে হবে যাতে ভাবী নাগরিকেরা অবহেলা এবং একচোখা নীতিতে বেড়ে না উঠে। ক্রমশ কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকলে জেনারেশনস গ্যাপ পড়ে যাবে- অবহেলিত হবে অনেক শিশু। এক দেশে দু'রকম শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না এতে যেকোন পরিকল্পনা হয় ভন্ডুল এবং পতনশীল। কিছু শিশুর উচ্চ শিক্ষালাভ মানেই সমগ্র দেশ নয়। কিছু শিশু মোটা-তাজা মানেই সমগ্র শিশু বিকলাঙ্গ থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং আবারো বলতে চাই আমাদের দেশে এরকম বিলাসী শিক্ষার প্রয়োজন কতটুকু যেখানে মুষ্টিমেয় শিশু উপযুক্ত শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে। গণতন্ত্রের সংসদে তো অনেক বিল পাস হয়। এমন একটা বিল পাস কি অনুচিত যেখানে থাকবে না বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরা কি চাই মুষ্টিমেয়দের ফেলে অবহেলা করে সংখ্যালঘুদের দ্বারা নন্দন চর্চা হোক? এর নাম কি প্রকৃত গণতন্ত্র- যেখানে শিক্ষায় শ্রেণীকরণ হয়? শিশু বুঝুক পৃথকীকরণ হায় পুঁজিবাদ হায় অভিশাপ-একদিকে বিলাস অন্যদিকে নন্দন চর্চা। এত রক্তপাত কেন-বৈষম্য দূরের প্রশ্নে- অধিকারের প্রশ্নে নিশ্চয়ই হ্যাঁ। আমরা চাই না দেশ রসাতলে যাক- গণতন্ত্র পুঁজিবাদ হোক- মুষ্টিমেয় শিশু সুনাগরিক না হোক- শিশু অবহেলিত না হোক। শিশু শিক্ষার সমগ্র সুযোগ পাক এবং হয়ে উঠুক ভবিষ্যৎ ত্রাণকর্তা। গণতন্ত্রের দেশে আমরা কি আশা করতে পারি না এক রকম শিক্ষা ব্যবস্থা? আমলার ছেলেও শিশু- চাষার ছেলে রাখাল নয় সে শিশু তার অধিকার আছে একই রকম শিক্ষা গ্রহণ করা বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ না হওয়া। যদি জাল থাকে তবে সে জাল উপরে ফেলা হোক কিছু শিশুকে নয় সমগ্র শিশুকে সুখ এবং স্বপ্ন দেয়ার জন্যে। জয়ী হোক-- শিক্ষিত হোক- বাংলার তাবৎ শিশু।

বাকী নাসরুল্লাহঃ এমএ (সাহিত্য) ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

...L OF EDUCATIONAL INFORMATION AND STATISTICS
PROGRAM
3. SYSTEM
SHEET ___ OF ___ SHEETS